মধ্য আটলান্টিকের এক নির্জন দ্বীপের কুঠরিতে তারা তার নরকঙ্কালটি আবিষ্কার করেন । এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিটি তার জীবনের শেষ চারমাসের অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন । সে অপরাধ করে পর্তুগিজ জাহাজে ১৭২৫ সালে এই দ্বীপে পলায়ন করে । পিপাসা নিবারণের জন্য এই জনশূন্য দ্বীপে তাকে কচ্ছপের রক্ত পান করতে হয় । দৈহিক কষ্টের থেকে তার লেখায় অপরাধের যন্ত্রণাটাই প্রকট।

তিনি এমন বেদনাদায়ক উক্তি করেছেন ঃ নির্জনে এই নাবিকের সর্বাপেক্ষা নিঃসঙ্গতা ছিল ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ব্যথাতুর অনুভূতি । এই বিরহ তার শেষ জীবনে অসহনীয় আকার ধারণ করে ।

মানুষ সেই সময় থেকেই এই বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছে যখন আদম এবং হবা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে এদন উদ্যানের বৃক্ষের আড়ালে সদাপ্রভু ঈশ্বরের থেকে নিজেদের লুকিয়ে ফেলেছিলেন (আদি ৩ : ৮) । লজ্জা, অপরাধ, এবং ভয়ের নতুন অনুভূতিতে বাধ্য হয়েই এই দম্পতি ঈশ্বরের ডাকের ভয়ে নিজেদের লুকিয়ে ফেলেছিলেন । দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদেরও আজ একই অবস্থা ।

আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের বিচ্ছেদের মূল কারণ কি ?

পাপীদের সঙ্গে ঈশ্বরের এই বিশাল ব্যবধান তিনি নিজে তৈরি করেন নি । ঈশ্বর আদম ও হবার কাছ থেকে পালান নি -- বরং তারাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে দূরে পলায়ন করেছিলেন ।

১।

পাপ দৃশ্যপট কলুষিত করবার পূর্বে, আদম এবং হবা এদন উদ্যানের মনোরম বাসভবনে ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নিয়ে বসবাস করতেন । দুঃখজনকভাবে, তারা শয়তানের মিথ্যায় প্রবঞ্চিত হয়ে স্রষ্টার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন ঈশ্বরের সমকক্ষ হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় (আদি ৩) ।

এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর, আদম ও হবা বর্হিজগতের কঠোর জীবনের সম্মুখীন হন । সন্তান প্রসব, কৃষিকার্যের কঠোর পরিশ্রম এখন তাদের ঘামরক্ত ও অশ্রুজলে সিক্ত করে । ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় । অপূর্ণ বাসনা এবং যন্ত্রণাদায়ক কামনা তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে--পাপময় নিঃসঙ্গ জীবনের একাকিত্বে তারা জর্জরিত হয় । আদম এবং হবার প্রথম বিদ্রোহ কার্যের মাধ্যম ‘‘সবাই’’ (সমূহ মানব জাতি) একই আপের অধিকারী হয়ে পাপের চরম দন্ড মৃত্যুর অধীন হয় ।

আমরা যা হারিয়েছি তার জন্য আমাদের হৃদয় লালায়িত, আমাদের হৃদয় এমন এক নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা করে যা কেবল ঈশ্বরই দিতে পারেন ।

সেই আকাঙ্ক্ষা নিবারণের জন্য আমরা মদ খেয়ে হৈহুল্লোর, কর্মে পদোন্নতির মোহ, যৌন ব্যাভিচার ইত্যাদিতে মেতে থাকার চেষ্টা করি । আমাদের সমূহ লালসা ঈশ্বরবিহীন একাকিত্বের লক্ষণ মাত্র । হৃদয়ে তাঁর প্রেম না পেলে কোন কিছুতেই আমাদের অদম্য লালসার নিবৃত্তি হবে না ।

কেবল ঈশ্বর এবং আমাদের শূন্যতার মাঝে মিলন সেতু রচিত হলে, তাঁর সান্নিধ্যেই মিলবে পরম তৃপ্তি ।

২।

পাপের ফলে কেবল মানুষই যে শূন্যতা অনুভব করে তা নয় । আদম ও হবা যেদিন বিমুখ হলেন সেদিন থেকেই ঈশ্বরের হৃদয় ব্যথিত । মানুষের দুঃখ ব্যথায় তিনি সমান যন্ত্রণা পান । আমাদের সূক্ষ্ম বাসনা এবং মানসিক কষ্ট নিবারণের জন্য ঈশ্বর সদা তৎপর ।

সহানাভূতিতে তিনি কেবল মৃত্যুখাদের উপর সেতু রচনা করতে চাননি, তিনি পাপসাগরের উপর স্বয়ং সেতু হতে চান ।

ঈশ্বর পুত্রকে দান করলেন, আর যীশু স্বয়ং, পাপের মূল্য দিতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন । কেবল তাঁর জীবন, মৃত্যু, ও পুনরুত্থানেই পাপীর পক্ষে ক্ষমা এবং পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হয়েছে । খ্রীষ্ট ও শয়তানের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে গেছে । খ্রীষ্টের ভগ্ন হৃদয়ে নির্মিত সেতু অবলম্বন করে মানুষ মৃত্যুফাঁদ থেকে উদ্ধার পায় ।

যারা খ্রীষ্টকে বিশ্বাসে প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করে তারা এই সেতু ধরে অনন্ত জীবনের পথে পাড়ি দেয় ।

৩।

এই সাতটি ঘটনা অন্য কোন মানুষের জীবনে কোন দিন ঘটেনি ।

(১) যীশু স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন

যীশু কতদিন থেকে আছেন বলে দাবি করেছিলেন ?

‘‘অব্রাহামের জন্মের পূর্বাবধি আমি আছি । ’’ -- যোহন ৮ : ৫৮

যীশু জগতে ‘‘ আমি আছি ’’ বলে পরিচয় রেখেছেন, তার মানে চিরদিন আমার অস্তিত্ব আছে এবং থাকবে । মানবী মায়ের গর্ভে যীশু জন্মালেও তিনি ঈশ্বর (মথি ১ : ২২, ২৩) -- মানবরূপী ঈশ্বর ।

১৯শ শতাব্দীতে ঈংভফবঢ় ক. খষষধঁ ও আভররঁ ঋক্ষতবতল যীশুর অবতারত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘‘সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তার সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানোর ক্ষমতা থাকলেও, তিনি জন্মালেন নিস্বঃ রিক্ত দরিদ্র পিতামাতার কোলে নগণ্য আস্তাবলে ।’’

যীশুর জন্মকালে এক স্বর্গদূত যোষেফকে বলেছিলেন, পাপ এবং মৃত্যুর কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করতে এই জগতে আসতে সম্মত ছিলেন ।

মানব জীবনে যীশু ছিলেন সম্পূর্ণ পাপশূন্য । খ্রীষ্টের বিপক্ষ শয়তান সারাজীবন তাঁকে পাপে ফেলার প্রচেষ্টা চালিয়েছে । প্রান্তরে পরীক্ষাকালে সে তার শ্রেষ্ঠ চালটি চেলেছে (মথি ৪ : ১ - ১১) ।

ক্রুশারোপণের পূর্বে গেৎ শিমানি উদ্যানে এত বড় প্রলোভনের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয় যে তাঁর রক্তবিন্দু ঘর্মাকারে পতিত হয় (লুক ২২ : ৪৪) ।

(২)

কিন্তু শয়তানের সর্বপ্রকার পরীক্ষায় অচল অটল থেকেছেন তিনি -- ‘‘ বনা পাপে ’’ । পূর্ণ মানব জীবন কাটিয়েছিলেন বলে যীশু আমাদের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত । তিনি ‘‘ আমাদের দুর্বলতা - ঘটিত দুঃখে দুঃখিত হতে পারেন ’’ (ইব্রীয় ৪ : ১৫) ।

যীশুর কি প্রয়োজন ছিল পাপশূন্য জীবন যাপনের ?

‘‘যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা - স্বরূপ হই । ’’ - ২ কারিন্থীয় ৫ : ২১

(৩)

কতজন মানুষ পাপ করেছে ?

‘‘ কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে । ’’
- রোমীয় ৩ : ২৩

পাপের শাস্তি কি ?

‘‘ কেননা পাপের বেতন মৃত্যু ; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ - দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন । ’’ - রোমীয় ৬ : ২৩

যীশু কেন মৃত্যুবরণ করলেন ?

‘‘ ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ - শাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান ’’
- যোহন ১ : ২৯ ।

আমাদের সকলেই পাপ করে অনন্ত মৃত্যুর অধিকারী হয়েছি কিন্তু যীশু আমাদের স্থলে মৃত্যুবরণ করলেন । তিনি আমাদের নিমিত্ত পাপস্বরূপ হলেন । আমাদের পাপের দন্ড তিনি পরিশোধ করলেন । যীশুর মৃত্যু ঈশ্বরের অনুগ্রহ । জীশুর বিশুদ্ধ ও ধার্মিক জীবন প্রেমের উপহার রূপে আমাদের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। এই প্রেম মানুষের বোধগম্য নয় ।

(৪)

ক্রুশে যীশুর মৃত্যুতেই তাঁর জীবনের অসাধারণ কহিনীর অবসান ঘটেনি । মৃত অবস্থায় থাকলে তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা হতে পারতেন না ।

''আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমারা আপন আপন পাপে রহিয়াছি '' । - ১ করি ১৫ : ১৭, ১৮

মহম্মদ এবং বুদ্ধ জগৎকে কিছু মহৎ দার্শনিক সত্য প্রদান করেছেন । তারা কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত করেছেন, কিন্তু জীবন দানের অলৌকিক ক্ষমতা তাদের না থাকায় তারা কবরে রয়ে গেছেন ।

মৃত্যুর তিন দিন পর যীশু কবর থেকে উঠেছিলেন বলে, আমাদের জন্য তাঁর আশ্বাসবাণী কি ?

''আমি জীবিত আছি, এ জন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে ।'' - যোহন ১৪ : ১৯

মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা থাকার দরুন যীশু জীবিত আছেন । তিনি আমাদের অনন্ত জীবনের প্রাচুর্য দিতে সক্ষম । তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করবেন । পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সর্বাবস্থায় বিদ্যমান ।

'' দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি । ''
- মথি ২৮ : ২০

সারা জগতের অসংখ্য নরনারী সাক্ষ্য দিচ্ছেন কিভাবে যীশু তাদের আসক্তি এবং কদাচার থেকে উদ্ধার করে নতুন জীবন দান করেছেন ।

জনৈক মদ্যাসক্ত ছাত্র লিখেছেন, ''একটা বাইবেল অধ্যয়ন কোর্স হাতে পেয়ে আমি প্রথমবার যীশুর পরিচয় পাই । পরে যীশুকে অন্তরে গ্রহণ করে আমি মদের আস্বাদ সম্পূর্ণ ভুলে যাই ।'' যীশু আপনার জীবনে এলে আপনার পরিত্রাণ অবধারিত ।

(৫)

পুনরুত্থানের পর, স্বর্গে পিতার কাছে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যীশু তাঁর অনুগামীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ।

‘‘ তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর । আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে । ..... ও আমি যখন যাই এবং তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব ; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক।’’ - যোহন ১৪ : ১ - ৩

(৬)

যীশু আমাদের জন্য স্বর্গে এখনও স্থান রচনা করে চলেছেন ।

‘‘অতত্রব র্সবিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের ভুল হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে কার্য্যে দয়ালু ও বিশ্বত মহাযাজক হন । কেননা তিনি আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া পরীক্ষিতগণের সাহায্য করিতে পারেন । ’’ - ইব্রীয় ২ : ১৭, ১৮

যীশু তাঁর প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এই জগতে এসেছিলেন । তিনি আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছেন ।

তিনি আমাদের মুক্তির জন্য মত্যুবরণ করেছেন, যেন তিনি শয়তানকে বিনাশ করে চিরতরে পাপ, যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন ।

আমাদের মহাযাজক যীশু সর্ব দিক থেকে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হয়েছিলেন । এবং এখন তিনি পিতার সম্মুখে নিয়মিত আমাদের পক্ষে মধ্যস্তর কাজ করে চলেছেন । যে যীশু শিশুদের আশীর্বাদ করেছিলেন, ব্যভিচারে ধৃত মহিলাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন, ক্রুশের উপর মূমূর্ষু দস্যুকে ক্ষমা করেছিলেন, তিনি এখন স্বর্গে আমাদের মহাযাজকরূপে পৌরোহিত্য করছেন ।

তাইওয়ানের এক সদ্য বিবাহিত তার স্ত্রীর মুখ দেখতে গিয়ে তার মুখে বসন্তের দাগ দেখে বিমর্ষ হন । স্ত্রীর প্রতি স্বামীর তেমন টান না থাকলেও স্ত্রী তার স্বামীর সেবা করেন প্রাণ ঢেলে । এই বিবাহের বেরো বছর পরে, স্বামী ইউ লং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন ।

চিকিৎসক উপদেশ দেন তার কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের জন্য । তা স্ত্রী তাইওয়ানের গোল্ডেন ফ্লাওয়ার দিবারাত্র কঠোর শ্রম করে অর্থ সংগ্রহ করেন । একদিন তিনি হাসপাতাল থেকে কর্নিয়া পাওয়ার খবর শুনে, হন্তদন্ত হয়ে সেখানে পৌছে যান । তা অপারেশন হলে তনি দৃষ্টি ফিরে পান । টাকা সংগ্রহের জন্য তার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য তার চিত্ত উদ্বেল হয় । কিন্তু একি ! তার স্ত্রী যে দৃষ্টিহীন, সেই যে তাকে কর্নিয়া দিয়েছে তা তিনি জ্ঞাত হয়ে দুঃখে স্ত্রীর সামনে নতজানু হন । এই প্রথম তিনি সবিস্ময়ে স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করেন ঃ গোল্ডেন ফ্লাওয়ার ।

যারাস দীর্ঘদিন জীশুর প্রতি উদাসীন আছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থানের জন্য তিনি ব্যগ্র । তিনি প্রতীক্ষায় আছেন কবে আমরা তাঁর নাম উচ্চারণ করব, য ‘‘ ত্রাণ কর্তা । ’’ আপন অব্যগ্র প্রেমের নিদর্শন রাখতে শুধু চোখ নয়, তিনি সারা শরীরটাই দান করেংছেন । তাঁর প্রেম এত বলিষ্ঠ যে তিনি পাপীদের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করতে কোন দ্বিধা করলেন না (১ তীম ১ : ১৫) ।

‘খ্রীষ্টের চরম বলিদান আমাদের ঔদাসীন্য ও একাকিত্বের উপর রচনা করেছে মহামিলনের পন্থা । তিনি যে পাপের গহ্বরের থেকে আ্যমাদের নিজের বুকে টেনে নিতে চান তা কি আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন ?

আপনি কি তাঁর ডাকে সারা দিয়ে বলতে পারবেন, ‘‘ যীশু আমি তোমাকে ভালবাসি । তোমার অবিশ্ব্যাস্য চরম বলিদানের জন্য ধন্যবাদ । আমার হৃদয়ে এসে আমায় ত্রাণ কর অনন্ত কালের জন্য সম্পূর্ণরূপে । ’’